বর্ষ ২০, জুন, ২০২৪ সংখ্যা, মূল্য ₹ ৭৫

ভূগোল স্বদেশ চর্চা

প্রথম সর্বভারতীয় বাংলা ভূগোল পত্রিকা

"আমাদের সমস্ত জ্ঞান ইন্দ্রিয় দিয়ে শুরু হয়, তারপর বোঝার দিকে এগিয়ে যায় এবং যুক্তি দিয়ে শেষ হয়। যুক্তির চেয়ে বেশি কিছু নেই।"

ত্রি-শতবর্ষে প্রাক্ বিজ্ঞান ভিত্তিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভূগোল দার্শনিক

ইমানুয়েল কান্ট

(জন্ম ২২ শে এপ্রিল, ১৭২৪, কোনিগ্‌সবার্গ, তৎকালীন প্রাশিয়া)

শ্রেষ্ঠ রচনা : ক্রিটিক অব পিওর রিসন (১৭৮১)

ISSN 2581-4788

11

9 772581 478004

UGC Approved CARE Listed Journal

ISSN 2581-4788

একটি অলাভজনক শিক্ষামূলক উদ্যোগ

প্রথম সর্বভারতীয় বাংলা ভূগোল পত্রিকা

ভূগোল স্বদেশ চর্চা

BHUGOL SWADESH CHARCHA

● 20th YEAR, 1st Vol ● January-June 2024
Registration Number : WBBEN / 2007 / 21524
Date : 25 Oct. 2007

● প্রতিষ্ঠা অনুপ্রেরণা ●
।। অধ্যাপক সুভাষরঞ্জন বসু ।।

● প্রতিষ্ঠাতা, পরিকল্পনা, রূপায়ণ ও সম্পাদনা ●
।। ড. শিশির চ্যাটার্জী ।।

● প্রচ্ছদ ও বর্ণসৃজন ●
।। শ্রী দীপক হালদার ।।

● মুদ্রণ ●
।। প্রিন্ট আর্থ ।।
৮৯, জয়কৃষ্ণ স্ট্রীট,
উত্তরপাড়া, হুগলী

● কৃতজ্ঞতা ●
অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্র, অধ্যাপক মলয় মুখোপাধ্যায়,
অধ্যাপক সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়,
ড. পারমিতা মজুমদার,
ড. বিশ্বজিত বেরা, ড. সুমনা ভট্টাচার্য

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গের গৃহহীন মানুষ :
প্রকৃতি, কারণ ও ব্যবস্থাপনা
লক্ষ্মণচন্দ্র পাল ২

হুগলি জেলার ভৌমজল তলের বিশ্লেষণ :
একটি ভৌগোলিক পর্যালোচনা
মলয় গাঙ্গুলী ১২

পশ্চিমবঙ্গের বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির
ভৌগোলিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ
মণিকুন্তলা কাঁড়ার ১৯

গার্হস্থ্য হিংসা এবং নারীর ক্ষমতায়ন :
একটি সমাজ বিজ্ঞান ভিত্তিক মূল্যায়ন
অদিতি মতিলাল ২৬

স্বর্ণ জয়ন্তী গ্রাম স্বরোজগার যোজনা :
হুগলি জেলার গ্রামীণ আর্থ-সামাজিক
ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা
মিতালি ঘোষ ৩০

সম্পাদকীয়

প্রকৃতি তাহলে অজেয়!

২০২৪-এ গরম কাল পড়তে না পড়তে সারা ভারত চিন্তিত হয়ে পড়ে এত গরম আর কোনও দিন পড়েছে কিনা? বাঙালির দুশ্চিন্তা আরও বেশি কারণ পানাগড়, পুরুলিয়া, শ্রীনিকেতন এই সব জায়গার তাপমাত্রা জয়শল্‌মির বা বিকানীরকে বার বার পিছনে ফেলে দিচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে রাশিয়া-ইউক্রেন, ইজ্‌রায়েল-প্যালেস্তাইন-এর সঙ্গে ইরান-ইজরায়েলের যুদ্ধে নতুন কোন সংযোজনের থেকে বেশি বিস্ময় তৈরি হল যখন পৃথিবীর নব্য ধনীদের স্বর্গ দুবাই হঠাৎ এপ্রিল মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেখতে পেল বিগত ৭৫ বছরে যা বৃষ্টি হয়নি একদিনে সেইরকম বৃষ্টি হয়েছে। চারদিন ধরে দুবাই বিমানবন্দর জলের তলায়। ১৫-২০ কোটি টাকার ফ্ল্যাটের আসবাবপত্র ঝড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। শত শত কোটির গাড়ি জলের তলায় শান্তিতে ঘুমোচ্ছে! সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) ১৯৪৯ সালের পর থেকে ২০২৪-এর ১৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার পর্যন্ত নাকি সর্বকালীন রেকর্ড সৃষ্টিকারী ১০ ইঞ্চির মত বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত। বজ্রপাত বারংবার বিশ্বের উচ্চতম ইমারত বুর্জ খলিফাকে আতঙ্কিত করেছে। একদল বিশেষজ্ঞ বলছেন পারস্য উপসাগরে চাপের তারতম্যে তৈরি হওয়া তীব্র বজ্রঝড়ের জন্য ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে আবার কেউ ওমান ও আরব দেশে মানুষ কর্তৃক ভয়াবহ প্রাকৃতিক পরিবর্তনের যজ্ঞকে দায়ী করেছেন। দুবাই সহ সংলগ্ন অঞ্চলে ২০০০ সালের পর থেকে ক্লাউড সিডিং করা হয়ে থাকে। এই কৌশলে রাসায়নিক ও ক্ষুদ্র কণা-প্রায়শই পটাসিয়াম ক্লোরাইডের মত লবণকে বায়ুমণ্ডলে স্থাপন করে থাকে যাতে মেঘ থেকে আরও বৃষ্টি হয়। বাস্তব সমস্যা হল ঐ UAE-তে ১৩০০ কিমি উপকূল রেখা আছে, এবং ৮৫% জনসংখ্যা ও ৯০% ব্যবস্থাপনা ও পরিকাঠামো সমুদ্রের উপকূলের কয়েক কিমির মধ্যে অবস্থিত। অনেক বিশেষজ্ঞই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে সমুদ্র জলের উচ্চতার বৃদ্ধি হলে এই ধনী দেশের একটি বৃহৎ অংশ পৃথিবী থেকে মুছে যাবে। একই সাথে এই আরব আমিরাতে মাথাপিছু ৮০ টন গ্রিনহাউস গ্যাস কার্বন-ডাই অক্সাইড নির্গমন হয় যেখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে হয় মাত্র ১৪ টন। এত বিপুল কার্বন-ভিত্তিক জ্বালানীর ব্যবহার ও সামগ্রিক দূরদর্শিতা না থাকা দুবাইতে শুধু এই বিপর্যয় ডেকেছে তাই নয় আগামী দিনে বারংবার এরকম পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে।

একই সঙ্গে গভীরতম আশঙ্কায় নিমগ্ন গোটা ইউরোপ। গত বছর ইউরোপে সরকারী মতে জলবায়ু পরিবর্তন ১৫০ জনের মৃত্যু হয়েছিল। কারো মতে মৃত্যু আরও বেশি। আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের জেরে অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছিল ১৩৪০ কোটি ইউরো। WMO বলেছে শিল্প আসার আগে ইউরোপে যে তাপমাত্রা ছিল এখন তার ২.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। গোটা বিশ্বের থেকে ১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। সারা বিশ্বের সঙ্গে ইউরোপও রেকর্ড তাপমাত্রা, দাবানল, তাপপ্রবাহ, মৃত্যু, হিমবাহ গলে যাওয়া, অর্থনৈতিক ক্ষতি, আরও উদ্ভিদ সংকোচন ও প্রব্রাজনের সাক্ষী হতে চলেছে।

পৃথিবী জুড়ে ২০২৪ হতে চলেছে পরিবেশ ব্যবস্থাপনার অন্যতম বৃহৎ পরীক্ষাগার। মানুষ যে পথে চলছে ও যে ভাবনা ভাবছে তা ঠিক না কি সম্পূর্ণ ভুল, অন্য কিছু ভাবতে হবে তার উত্তর দেবে এই ২০২৪।

পুনশ্চঃ মে মাসের প্রথম সপ্তাহে খবর এল বিশ্বজুড়ে তিনশ কোটির বেশি ডোজ দেওয়ার পর অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার কোভিড ভ্যাকসিন প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। এখন অপেক্ষা এর ফলাফল মূল্যায়নের আর দেখার আবার মানুষ কি করে প্রকৃতির মুখোমুখি হয়।